কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের তথ্য উপস্থাপন এবং অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহ্বানে

সংবাদ সম্মেলন

সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক (২১ মার্চ, ২০১৭)

নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তফসিল আনুযায়ী আগামী ৩০ মার্চ ২০১৭, কুমিল্লা সিটি করর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। তফসিল অনুযায়ী ইতোমধ্যেই মনোনয়ন পত্র দাখিল, বাছাই, প্রার্থিতা প্রত্যাহার এবং প্রতীক বরাদ্দের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মেয়র পদে মোট ৫ জন, সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে ১৪৫ জন এবং সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে ৪২ জন, মোট ১৯২ জন মনোনয়নপত্র দাখিল করলেও, মনোনয়নপত্র বাছাই ও প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা অনুযায়ী মেয়র পদে ৪ জন, সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে ১১৪ জন এবং সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে ৪০ জন, মোট ১৫৮ জন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। উল্লেখ্য, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে ৪০ জন নারী প্রার্থী ছাড়াও ৫ নং ওয়ার্ডে ১ জন নারী (কোহিনুর আক্তার কাকলি) সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। মেয়র পদের ২ জনসহ কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে এবার সর্বমোট ৪৩ জন নারী প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

আমরা জানি যে, নির্বাচনী বিধি অনুযায়ী প্রার্থীগণ মনোনয়নপত্রের সঙ্গে হলফনামা আকারে ৭ ধরনের তথ্য মনোনয়নপত্রের সাথে রিটার্নিং অফিসারের কাছে দাখিল করেছেন। আমরা **'সুজন'**-এর উদ্যোগে প্রার্থীগণ প্রদত্ত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করে গণমাধ্যমের সহযোগিতায় জনগণের কাছে তুলে ধরতে চাই। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কী ধরনের প্রার্থীরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, সে সম্পর্কে ভোটাররা ধারণা পাবেন এবং ভোটারদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকল প্রার্থী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার আগ্রহ সৃষ্টি হবে। একইসঙ্গে প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে ভোটাধিকার প্রয়োগেও আগ্রহী হবেন ভোটাররা।

কুমিল্লা সিটি করপোরেশন নির্বাচনে চূড়ান্তভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মেয়র, সাধারণ আসনের কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদপ্রার্থীদের বিশ্লেষণকৃত তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলো। উল্লেখ্য, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ১১৪ জন এবং সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে ৪০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও সকল প্রার্থীর তথ্য পাওয়া না যাওয়ায়, ১১০ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং ৩৯ জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীর তথ্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো। সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদপ্রার্থী ৩নং ওয়ার্ডের আবু বকর সিদ্দিক, ১৮ নং ওয়ার্ডের সালাহউদ্দিন ও শওকত আকবর এবং ২৫ নং ওয়ার্ডের আব্দুল মতিনের তথ্য পাওয়া যায়নি। একই ঘটনা ঘটেছে সংরক্ষিত ৯ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদপ্রার্থী মনোয়ারা বেগমের ক্ষেত্রে।

১. শিক্ষাগত যোগ্যতা:

পদ	এসএসসি'র নীচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ	মোট	মন্তব্য
মেয়র	০ ০%	২ ৫০%	০ ০%	১ ২৫%	১ ২৫%	স্ত্র ০%	৪ ১০০%	
কাউন্সিলর	৩স্প্ল ৩১.৮১%	স্থ৫ ১৩.৬৩%	২৫ ২২.৭২%	২৫ ২২.৭২%	৮ ৭.২৭%	২ ১.৮১%	১১০ ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	১৫ ৩৮.৪৬%	৬ ১৫.৩৮%	৮ ২০.৫১%	স্প্ল ১২.৮২%	৩ ৭.৬৯%	২ ৫.১২%	৩৯ ১০০%	
সর্বমোট	৫০ ৩২.৬৭%	২৩ ১৫.০৩%	৩৩ ২১.৫৬%	৩১ ২০.২৬%	১২ ৭.৮৪%	৪ ২.৬১%	১৫৩ ১০০%	

- ৪ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ১ জনের (২৫%) শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর, ১ জন (২৫%) স্নাতক এবং ২ জন (৫০%) এসএসসি। মেজর (অব:) মোঃ মামুনূর রশীদ স্নাতকোত্তর (এমবিএ) এবং আঞ্জুম সুলতানা (বিএ;বি-এড)। মোঃ মনিরুল হক ও শিরিন আক্তারের শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি।
- মোট ২৭টি সাধারণ ওয়ার্ডের ১১০ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৩৫ জনের (৩১.৮১%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি'র নীচে, ১৫ জনের (১৩.৬৩%) এসএসসি এবং ২৫ (২২.৭২%) জনের এইচএসসি। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী প্রার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে ২৫ (২২.৭২%) ও ৮ জন (৭.২৭%)। ২ জন (১.৮১%) সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘর পূরণ করেননি।
- মোট ৯টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডের ৩৯ জন কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে এসএসসি'র কম শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীর সংখ্যা ১৫ জন (৩৮.৪৬%)। ৬ জনের (১৫.৩৮%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি এবং ৮ জনের (২০.৫১%) এইচএসসি। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী প্রার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে ৫ (১২.৮২%) ও ৩ জন (৭.৬৯%)। ২ জন (৫.১২%) সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘর পূরণ করেননি।

- বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সর্বমোট ১৫৩ জন প্রার্থীর মধ্যে একটি বড় অংশের শিক্ষাগত যোগ্যতা (৭৩ জন বা ৪৭.৭১%) এসএসসি বা তাঁর নীচে। পক্ষান্তরে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী প্রার্থীর সংখ্যা মাত্র ৪৩ জন (২৮.১০%)। শতকরা ৩২.৬৭% (৫০ জন) প্রার্থী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম করেননি। যে ৪ জন প্রার্থী শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘর পূরণ করেননি, তাদেরসহ হিসাব করলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি না পেরুনো প্রার্থীর শতকরা হার দাঁড়ায় ৩৫.২৯% (৫৪ জন)।

২. পেশা সংক্রান্ত তথ্যঃ

পদ	কৃষি	ব্যবসা	চাকুরি	আইনজীবী	গৃহিণী	অন্যান্য	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
মেয়র	০ ০%	২ ৫০%	১ ২৫%	০ ০%	০ ০%	১ ২৫%	০ ০%	৪ ১০০%	
কাউন্সিলর	২ ১.৮১%	৯৫ ৮৬.৩৬%	১ ০.৯০%	২ ১.৮১%	১ ০.৯০%	২ ১.৮১%	৭ ৬.৩৬%	১১০ ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	০ ০%	স্ক্র ১৭.৯৪%	১ ২.৫৬%	২ ৫.১২%	২৩ ৫৮.৯৭%	১ ২.৫৬%	স্প্ল ১২.৮২%	৩৯ ১০০%	
সর্বমোট	২ ১.৩০%	১০৪ ৬৭.৯৭%	৩ ১.৯৬%	৪ ২.৬১%	২৪ ১৫.৬৮%	৪ ২.৬১%	১২ ৭.৮৪%	১৫৩ ১০০%	

- ৪ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ২ জন (৫০%) ব্যবসায়ী, ১ জন (২৫%) চাকুরীজীবি এবং ১ জন (২৫%) জনপ্রতিনিধি। পেশার ঘরে মেজর (অব:) মোঃ মামুনুর রশীদ উল্লেখ করেছেন ঔষধ পাইকারী ও খুচরা সরবরাহ, শিরিন আক্তার উল্লেখ করেছেন মৌসুমী ব্যবসা, আঞ্জুম সুলতানা উল্লেখ করেছেন শিক্ষকতা এবং মোঃ মনিরুল হক উল্লেখ করেছেন চেয়ারম্যান/মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালনের পূর্বে পেশা ছিল ব্যবসা।
- ১১০ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে শতকরা ৮৬.৩৬% (৯৫ জন) ভাগের পেশাই ব্যবসা। কৃষি ও আইন পেশার সাথে সম্পৃক্ত আছেন ২ জন (১.৮১%) করে। ৭ জন (৬.৩৬%) পেশার ঘর পূরণ করেননি।
- ৩৯ জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীর অধিকাংশই (২৩ জন বা ৫৮.৯৭%) গৃহিণী। ৭ জনের (১৭.৯৪%) পেশা ব্যবসা। ৫ জন (১২.৮২%) পেশার কথা উল্লেখ করেননি।
- তিনটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সর্বমোট ১৫৩ জন প্রার্থীর মধ্যে শতকরা ৬৭.৯৭% ভাগই (১০৪ জন) ব্যবসায়ী।
- বিশ্লেষণে অন্যান্য নির্বাচনের মত কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনেও ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

৩. মামলা সংক্রান্ত তথ্যঃ

পদ	বর্তমান মামলা	অতীত মামলা	বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা	অতীতে ৩০২ ধারায় মামলা	উভয় সময়েই মামলা	উভয় সময়েই ৩০২ ধারায় মামলা	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
মেয়র	১ ২৫%	১ ২৫%	০ ০%	১ ২৫%	১ ২৫%	০ ০%	৪ ১০০%	
কাউন্সিলর	২৩ ২০.৯০%	২৬ ২৩.৬৩%	৬ ৫.৪৫%	৬ ৫.৪৫%	৮ ৭.২৭%	০ ০%	১১০ ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	১ ২.৫৬%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৩৯ ১০০%	
সর্বমোট	২৫ ১৬.৩৩%	২৭ ১৭.৬৪%	৬ ৩.৯২%	৭ ৪.৫৭%	৯ ৫.৮৮%	০ ০%	১৫৩ ১০০%	

- ৪ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ফৌজদারি মামলা সংশ্লিষ্ট রয়েছেন ১ জন (২৫%)। তিনি হচ্ছেন মোঃ মনিরুল হক। তাঁর বিরুদ্ধে বর্তমানে ২টি ফৌজদারি মামলা রয়েছে। অতীতে ছিল ১০টি; যার মধ্যে ১ টি ছিল ৩০২ ধারার মামলা।
- ১১০ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ২৩ জনের (২০.৯০%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ২৬ জনের (২৩.৬৩%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ৮ জনের (৭.২৭%) উভয় সময়ে মামলা ছিল বা আছে। ৩০২ ধারায় ৬ জনের (৫.৪৫%) বিরুদ্ধে বর্তমানে এবং ৬ জনের (৫.৪৫%) বিরুদ্ধে অতীতে ফৌজদারি মামলা আছে বা ছিল। বর্তমানে যে ৬ জনের বিরুদ্ধে ৩০২ ধারায় মামলা রয়েছে, তাঁরা হচ্ছেন: ১ নং ওয়ার্ডের কাজী গোলাম কিবরিয়া, ৩ নং ওয়ার্ডের মোঃ আশরাফুজ্জামান পিয়াল, ৮ নং ওয়ার্ডের মোঃ একরাম হোসেন, ১৩ নং ওয়ার্ডের মোঃ শাখাওয়াত উল্লাহ, ১৭ নং ওয়ার্ডের দেলোয়ার হোসেন এবং ২৫ নং ওয়ার্ডের জিল্লুর রহমান চৌধুরী। অতীতে যে ৬ জনের বিরুদ্ধে ৩০২ ধারায় মামলা

ছিল, তাঁরা হচ্ছেন: ২ নং ওয়ার্ডেও মোঃ বিল্লাল, ৩ নং ওয়ার্ডের সরকার মাহমুদ জাবেদ, ৭ নং ওয়ার্ডের কাজী বেলাল আহমেদ খান, ১৬ নং ওয়ার্ডের মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন বাবুল, ১৭ নং ওয়ার্ডের মোঃ সোহেল এবং ১৮ নং ওয়ার্ডের আফসান মিয়া।

- ৩৯ জন সংরক্ষিত আসনের প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ১ জনের (২.৫৬%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ফৌজদারি মামলা আছে। তিনি হচ্ছেন ৩ নং ওয়ার্ডের সুরাইয়া বেগম।
- তিনটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সর্বমোট ১৫৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ২৫ জনের (১৬.৩৩%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ২৭ জনের (১৭.৬৪%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ৯ জনের (৫.৮৮%) বিরুদ্ধে উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় ৬ জনের (৩.৯২%) বিরুদ্ধে বর্তমানে এবং ৭ জনের বিরুদ্ধে (৪.৫৭%) অতীতে ফৌজদারি মামলা আছে বা ছিল।

৪. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয় সংক্রান্ত তথ্য:

পদ	২ লক্ষের নীচে	২ লক্ষ টাকা থেকে ৫ লক্ষ	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটির উপরে	উল্লেখ নাই	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
মেয়র	০ ০%	০ ০%	৩ ৭৫%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ২৫%	৪ ১০০%	
কাউন্সিলর	৪১ ৩৭.২৭%	৪৫ ৪০.৯০%	১৫ ১৩.৬৩%	০ ০%	২ ১.৮১%	০ ০%	৭ ৬.৩৬%	১১০ ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	৬ ১৫.৩৮%	১স্প্ল ৩৮.৪৬%	১ ২.৫৬%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১৭ ৪৩.৫৮%	৩৯ ১০০%	
সর্বমোট	৪৭ ৩০.৭১%	৬০ ৩৯.২১%	১৯ ১২.৪১%	০ ০%	২ ১.৩০%	০ ০%	২৫ ১৬.৩৩%	১৫৩ ১০০%	

- ৪ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ৩ জনের (৭৫%) আয়ই বছরে ৫ থেকে ২৫ লক্ষ টাকার মধ্যে। বছরে সর্বোচ্চ ১৪,১৮,৭৭৪.০০ টাকা আয় করেন মোঃ মনিরুল হক, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১০,৭০,০০০.০০ টাকা আয় করেন মেজর (অব:) মোঃ মামুনূর রশীদ এবং বছরে ৫,৪৯,২৫০.০০ টাকা আয় করেন আঞ্জুম সুলতানা। শিরিন আক্তার কোনো আয় দেখাননি।
- ১১০ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৮৬ জনেরই (৭৮.১৮%) বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয় করেন। বছরে ৫ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা আয় করেন ১৫ জন (১৩.৬৩%) এবং ৫০ লক্ষ টাকার অধিক আয় করেন ২ জন (১.৮১%)। তারা হলেন ৫ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রার্থী এ কে সামাদ সাগর (বার্ষিক আয় ৬৯,৮৪,৪৪৭.০০ টাকা) এবং ১৩ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রার্থী শাখাওয়াত উল্লাহ (বার্ষিক আয় ৫৪,৩১,১০০.০০ টাকা)। ৭ জন (৬.৩৬%) ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী কোনো আয় দেখাননি।
- ৩৯ জন সংরক্ষিত আসনের অধিকাংশ (২১ জন ৫৩.৮৪%) কাউন্সিলর প্রার্থীর বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার নীচে। ৫ লক্ষ টাকার অধিক আয় করেন ১ জন (২.৫৬%)। ১৭ জন (৪৩.৫৮%) জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থী কোনো আয় দেখাননি।
- তিনটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ১৫৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ১০৭ জনের (৬৯.৯৩%) বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার কম। আয় উল্লেখ না করা ২৫ জনকে (১৬.৩৩%) যোগ করলে এই হার দাঁড়ায় ৮৬.২৭% (১৩২ জন)। বছরে কোটি টাকার অধিক আয়কারী প্রার্থী রয়েছেন মাত্র ২ জন (১.৩০%)।

৫. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের সম্পদের তথ্য:

পদ	৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
মেয়র	১ ২৫%	১ ২৫%	০ ০%	১ ২৫%	১ ২৫%	০ ০%	০ ০%	৪ ১০০%	
কাউন্সিলর	৭২ ৬৫.৪৫%	২২ ২০%	২ ১.৮১%	৮ ৭.২৭%	১ ০.৯০%	০ ০%	৫ ৪.৫৪%	১১০ ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	স্নস্ল ৭৪.৩৫%	স্ফ্র ১৭.৯৪%	১ ২.৫৬%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	স্ন ৫.১২%	৩৯ ১০০%	
সর্বমোট	১০২ ৬৬.৬৬%	৩০ ১৯.৬০%	৩ ১.৯৬%	৯ ৫.৮৮%	২ ১.৩০%	০ ০%	৭ ৪.৫৭%	১৫৩ ১০০%	

- মোট ৪ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ১ জনের (২৫%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার নীচে, ১ জনের (২৫%) ৫ থেকে ২৫ লক্ষ টাকার মধ্যে, ১ জনের (২৫%) ৫০ লক্ষ থেকে ১ কোটি টাকার মধ্যে এবং অবশিষ্ট ১ জনের (২৫%) সম্পদ কোটি টাকার উপরে। মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্পদ মোঃ মনিরুল হকের (৩,৯৯,৬৯,৪৩৮.০০ টাকা) এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অবস্থানে রয়েছেন আঞ্জুম সুলতানা (৭৯,১৫,৫৪৪.০০ টাকা)।
- ১১০ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে অধিকাংশই (৭২ জন অথবা ৬৫.৪৫%) স্বল্প সম্পদের অর্থাৎ ৫ লক্ষ টাকার কম মূল্যমানের সম্পদের মালিক। ১ জন (০.৯০%) কাউন্সিলর প্রার্থীর কোটির টাকার অধিক সম্পদ রয়েছে। তিনি হচ্ছেন, ১১ নং ওয়ার্ডের হাবিবুর আল আমিন সাদী। তাঁর মোট সম্পদের পরিমান ১,৬৬,২৬,৭৫৭.০০ টাকা। ৫ জন (৪.৫৪%) ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী সম্পদের কথা উল্লেখ করেননি।
- ৩৯ জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ২৯ জনের (৭৩.৩১%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার কম। ২ জন (৫.১২%) কাউন্সিলর প্রার্থী সম্পদের কথা উল্লেখ করেননি।
- বিশ্লেষণে দেখা যায় ১৫৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ১০২ জনই (৬৬.৬৬%) ৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিক। সম্পদের কথা উল্লেখ না করা ৭জন প্রার্থীসহ এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১০৯ জন (৭১.২৪%)। অপরদিকে কোটিপতি রয়েছেন মাত্র ২ জন (১.৩০%), যার ১ জন সাধারণ আসনের কাউন্সিলর প্রার্থী।
- প্রার্থীদের সম্পদের হিসাবের যে চিত্র উঠে এসেছে, তাকে কোনোভাবেই সম্পদের প্রকৃত চিত্র বলা যায় না। কেননা, প্রার্থীদের মধ্যে অনেকেই প্রতিটি সম্পদের মূল্য উল্লেখ করেন না, বিশেষ করে স্থাবর সম্পদের। আবার উল্লেখিত মূল্য বর্তমান বাজার মূল্য না; এটা অর্জনকালীন মূল্য। বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পরেও আমরা হলফনামার ভিত্তিতে শুধুমাত্র মূল্যমান উল্লেখ করা সম্পদের হিসাব অনুযায়ী তথ্য তুলে ধরলাম। অধিকাংশ প্রার্থীর সম্পদের পরিমাণ প্রকৃত পক্ষে আরও বেশি।

৬. দায়-দেনা ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্য:

পদ	৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	মোট প্রার্থী	মোট ঋণ গ্রহীতা
মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ২৫%	০ ০%	৪ ১০০%	১ ২৫%
কাউন্সিলর	১ ০.৯০%	৪ ৩.৬৩%	২ ১.৮১%	১ ০.৯০%	৩ ২.৭২%	১ ০.৯০%	১১০ ১০০%	১২ ১০.৯০%
মহিলা কাউন্সিলর	১ ২.৫৬%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৩৯ ১০০%	১ ২.৫৬%
সর্বমোট	২ ১.৩০%	৪ ২.৬১%	২ ১.৩০%	১ ০.৬৫%	৪ ২.৬১%	১ ০.৬৫%	১৫৩ ১০০%	১৪ ৯.১৫%

- ৪ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে শুধুমাত্র মেজর (অব:) মামুনূর রশীদের ট্রাস্ট ব্যাংক, কাফরুল শাখায় ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকার ঋণ রয়েছে।
- সাধারণ আসনের ১১০ জন কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ১২ জন (১০.৯০%) এবং সংরক্ষিত আসনের ৩৯ জন কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে মাত্র ১ জন (২.৫৬%) ঋণ গ্রহীতা। সর্বমোট ১৫৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা মাত্র ১৪ জন (৯.১৫%)।
- মোট ১৫৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ৫ জনের (৩.২৬%) কোটি টাকার উপরে ঋণ রয়েছে। কোটি টাকার অধিক ঋণ গ্রহীতা কাউন্সিলর প্রার্থীরা হচ্ছেন ১৩ নং ওয়ার্ডের মোঃ শাখাওয়াত উল্লাহ্ (২২,৬৪,৯২,৯১০.০০ টাকা), ২৬ নং ওয়ার্ডের তাজুল ইসলাম খান (২,২৬,২৫,০০০.০০ টাকা), ১৬ নং ওয়ার্ডের মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন বাবুল (১,৫৫,০০,০০০.০০ টাকা) এবং ১১ নং ওয়ার্ডের আহমেদ সোয়েব সোহেল (১,৩০,৪২,৫২৫.০০ টাকা)। উল্লেখ্য, একজন মেয়র প্রার্থীর বিষয়টি প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে।

৭. কর সংক্রান্ত তথ্য:

পদ	৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম	৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার	১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা	৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা	১ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা	৫ লক্ষ ১ থেকে ১০ লক্ষ টাকা	১০ লক্ষ টাকার উপরে	মোট প্রার্থী	মোট কর প্রদানকারী
মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ২৫%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৪ ১০০%	১ ২৫%
কাউন্সিলর	১৬ ১৪.৫৪%	২ ১.৮১%	৬ ৫.৪৫%	২ ১.৮১%	৫ ৪.৫৪%	০ ০%	১ ০.৯০%	১১০ ১০০%	৩২ ২৯.০৯%
মহিলা কাউন্সিলর	৩ ৭.৬৯%	০ ০%	১ ২.৫৬%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৩৯ ১০০%	৪ ১০.২৫%
সর্বমোট	১৯ ১২.৪১%	২ ১.৩০%	৭ ৪.৫৭%	৩ ১.৯৬%	৫ ৩.২৬%	০ ০%	১ ০.৬৫%	১৫৩ ১০০%	৩৭ ২৪.১৮%

- ৪ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে শুধুমাত্র মোঃ মনিরুল হকের আয়কর প্রদান সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া গিয়েছে। তিনি সর্বশেষ অর্থ বছরে ৯৫,৮০৬.০০ কর প্রদান করেছেন। অন্যান্য মেয়র প্রার্থীদের কর প্রদানের একটি সনদ পাওয়া গেলেও সেখানে কর প্রদানের কোনো তথ্য নেই।
- ১১০ জন সাধারণ আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ৩২ জনের (২৯.০৯%) আয়কর প্রদান সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া গিয়েছে। ৩২ জন কর দাতার মধ্যে ১৬ জন (৫০%) কর প্রদান করে ৫ হাজার টাকার কম। লক্ষাধিক টাকা কর প্রদান করেন ৬ জন (৮.৯২%)। তাঁরা হচ্ছেন, ১১ নং ওয়ার্ডের আহমেদ সোয়েব সোহেল ও হাবিবুল আল-আমিন সাদী, ১৬ নং ওয়ার্ডের জাহাঙ্গীর হোসেন বাবুল এবং ২৪ নং ওয়ার্ডের মোঃ মহিবুর রহমান ও মোঃ ফজল খান। সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকার অধিক কর প্রদান করেন ১ জন সাধারণ আসনের কাউন্সিলর প্রার্থী। তিনি হচ্ছেন ৫ নং ওয়ার্ডের এ কে সামাদ সাগর। তিনি সর্বশেষ অর্থবছরে ৬৯,৮৪,৪৪৭.০০ টাকা কর প্রদান করেছেন।
- ৩৯ জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে মধ্যে ৪ জনের (১০.২৫%) আয়কর প্রদান সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া গিয়েছে। এই ৪ জনের ৩ জনই (৭৫%) কর প্রদান করেন ৫ হাজার টাকার কম।
- বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, সর্বমোট ১৫৩ জন প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ৩৭ জনের (২৪.১৮%) কর প্রদানের তথ্য পাওয়া গিয়েছে। এই ৩৭ জনের মধ্যে ১৯ জন (৫১.৩৫%) কর প্রদান করেন ৫ হাজার টাকার কম। লক্ষাধিক টাকা কর প্রদানকারী ৬ জনই (৫.৪৫%) সাধারণ আসনের কাউন্সিলর প্রার্থী।
- একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, কোনো কোনো প্রার্থী শুধুমাত্র কর সনদপত্র জমা দিয়েছেন। কত টাকা কর প্রদান করেছেন এ ধরনের কোন তথ্য প্রদান করা হয়নি। ফলে বিশ্লেষণে উল্লেখিত কর প্রদানকারীর সংখ্যা, প্রকৃত কর প্রদানকারীর সংখ্যার চেয়ে কম বলে আমরা মনে করি।

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের তথ্য তুলে ধরে শুধুমাত্র ভোটারদের প্রতিই প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করার আহ্বান নয়; নির্বাচন কমিশনসহ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতিই আমাদের আহ্বান, সংশ্লিষ্ট সকলেই যেন স্ব স্ব অবস্থানে থেকে যথাযথ ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে সমন্বিত প্রয়াসে কুমিল্লা মহানগরবাসীকে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও অর্থবহ নির্বাচন উপহার দেন।

আমরা জানি যে, নির্বাচন একটি গণতান্ত্রিক পন্থা, যার মাধ্যমে ভোটাররা তাদের পছন্দের প্রার্থীকে নির্বাচিত করতে পারেন। কিন্তু সে নির্বাচন যদি নিয়মতান্ত্রিকভাবে অনুষ্ঠিত না হয়, তবে তা শুধু প্রশ্নবিদ্ধই হবে না, জনগণের কাছে অগ্রহণযোগ্য বলেও বিবেচিত হবে। তাই নির্বাচন পরিচালনার জন্য মূল দায়িত্বে নিয়োজিত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন কমিশনের জন্য কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন এক অগ্নিপরীক্ষাও বটে। কেননা নবগঠিত নির্বাচন কমিশন কর্তৃক দায়িত্ব গ্রহণের পর তাঁদের সামনে এটাই সবচেয়ে বড় নির্বাচন। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়েই মানুষ নির্বাচন পরিচালনায় কমিশনের আন্তরিকতা, সক্ষমতা, নৈতিকতা, সাহসিকা ইত্যাদি দিকগুলো পরখ করার সুযোগ পাবে। তবে এও ঠিক যে, একটি সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করা নির্বাচন কমিশনের একক প্রচেষ্টায় কখনোই সম্ভব নয়। একটি অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও অর্থবহ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সরকার, রাজনৈতিক দল, নির্বাচনী দায়িত্বে নির্বাচিত কর্মকর্তা-কর্মচারী, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, গণমাধ্যম, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী ও সমর্থক এবং ভোটারদেরও রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

তাই কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে সামনে রেখে জনগণের প্রত্যাশা ও নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের ভূমিকা বিবেচনায় নিয়ে 'সুজন'-এর উদাত্ত আহ্বান:

- **সরকারের প্রতি:** সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশনকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করুন।
- **রাজনৈতিক দলের প্রতি:** নির্বাচনকে একটি প্রতিযোগিতা হিসেবে গ্রহণ করুন। যে কোনো মূল্যে নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার মনোভাব পরিত্যাগ করুন। 'আমরা বিজয়ী হবোই' এই ধরনের বক্তব্য না দিয়ে, গণরায় মাথা পেতে নেয়ার ঘোষণা দিন।

- **নির্বাচন কমিশনের প্রতি:** অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ এবং প্রার্থীরা যাতে নির্বাচনী আচরণবিধি যথাযথভাবে মেনে চলেন, সে ব্যাপারে কঠোর ভূমিকা পালন করুন। কালোটাকা ও পেশিশক্তির প্রভাবমুক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠানে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করুন। কেউ নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করলে তাৎক্ষণিকভাবে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। যদি প্রয়োজন হয়, তবে নির্বাচনের পূর্বেই সেনাবাহিনী মোতায়েন করুন। হলফনামায় প্রদত্ত প্রার্থীদের তথ্যসমূহ নিয়মানুযায়ী লিফলেট আকারে ভোটারদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করুন।
- **মাননীয় মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের প্রতি:** নির্বাচনী আচরণবিধির কথা মনে রেখে, নির্বাচনী প্রচারণায় অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকুন।
- **সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি:** নির্বাচনী দায়িত্ব পালনে নিজেদের নিরপেক্ষতা বজায় রাখুন। কোনো বিশেষ প্রার্থীর পক্ষে বা কোনো দলের অনুগত হয়ে কাজ করা থেকে বিরত থাকুন।
- **আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি:** পক্ষপাতহীনভাবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করার পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করুন। সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনী পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে অবিলম্বে তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করুন এবং সকল অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করুন।
- **গণমাধ্যমের প্রতি:** প্রার্থীদের সম্পর্কে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ এবং প্রার্থী কর্তৃক হলফনামায় প্রদত্ত তথ্যসমূহ ভোটারদের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরুন, যাতে ভোটাররা প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে ভোট দিতে পারেন।
- **প্রার্থীদের প্রতি:** নির্বাচনী আচরণবিধি যথাযথভাবে মেনে চলুন। অর্থ বা অন্য কিছুর বিনিময়ে ভোট কেনা থেকে বিরত থাকুন। ভোটারদের ভয়-ভীতি প্রদর্শন বা কোন ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া থেকেও বিরত থাকুন।
- **ভোটারদের প্রতি:** ভোট প্রদানকে গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক দায়িত্ব মনে করে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করুন। অর্থ বা অন্য কিছুর বিনিময়ে অথবা অন্ধ আবেগের বশবর্তী হয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকুন। দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, যুদ্ধাপরাধী, নারী নির্যাতনকারী, মাদক ব্যবসায়ী, চোরাকারবারী, ঋণখেলাপী, বিলখেলাপী, ধর্মব্যবসায়ী, ভূমিদস্যু, কালোটাকার মালিক অর্থাৎ কোন অসৎ, অযোগ্য ও গণবিরোধী ব্যক্তিকে ভোট দেবেন না।

শুধুমাত্র সংবাদ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে প্রার্থীদের তথ্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরা বা নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানানোই নয়, আমরা সুজন-এর পক্ষ থেকে অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও অর্থবহ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে আওয়াজ তোলার জন্য বেশ কিছু কর্মসূচি হাতে নিয়েছি। উল্লেখযোগ্য কর্মসূচিসমূহ হচ্ছে:

- **জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান:** গত ১৬ মার্চ ২০১৭ তারিখে আমরা কুমিল্লা টাউন হলে, প্রতিদ্বন্দ্বী মেয়র প্রার্থীদের এক মঞ্চে এনে 'জনগনের মুখোমুখি অনুষ্ঠান' আয়োজন করেছি, যাতে ৩ জন মেয়র প্রার্থী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে মেয়র প্রার্থীগণ তাঁদের ভবিষৎ কর্মসূচি ভোটারদের সামনে তুলে ধরার পাশাপাশি ভোটারদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।
- **ভোটারদের মধ্যে তথ্যচিত্র বিতরণ:** সকল মেয়র প্রার্থী কর্তৃক হলফনামায় প্রদত্ত তথ্যসমূহের ভিত্তিতে তথ্যচিত্র তৈরি করে প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করার আহ্বানসহ প্রকাশ করা হয়েছে এবং ভোটারদের মধ্যে তা বিতরণ করা হচ্ছে।
- **ওয়েবসাইটে তথ্যচিত্র সন্নিবেশন:** প্রার্থীদের তথ্যসমূহের একত্রীকৃত চিত্র আমরা অতীতের মত আমাদের ওয়েবসাইটে (www.votebd.org) সন্নিবেশন করবো।
- **সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে প্রচারণা:** অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও অর্থবহ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে বিভিন্নমূখী প্রচারণা চালানো হবে।

পরিশেষে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচনের কথা মনে রেখে আমরা আশাবাদী হতে চাই। আমরা জানি যে, ২০১২ সালের ৫ জানুয়ারি তৎকালীন নির্বাচন কমিশন, নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে সাথে নিয়ে কঠোরতা ও সাহসিকতার সাথে সুচারুরূপে দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে কুমিল্লাবাসীকে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন উপহার দিয়েছিল। অতীতে রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছিল। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনসহ সাম্প্রতিক অতীতে অনুষ্ঠিত বেশ কিছু নির্বাচনের ক্ষেত্রে কমিশন পূর্বের সুনাম ধরে রাখতে না পারলেও, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের প্রত্যাশা নারায়ণগঞ্জের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নবগঠিত নির্বাচন কমিশনের নেতৃত্বে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনও অবাধ, নিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণ তথা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হবে।